খাদ্য দিবস উপলক্ষে আয়োজিত মেলায় বারটান-এর অংশগ্রহণ

রাজধানীতে শেষ হলো তিনদিনের খাদ্য মেলা। বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৮ উপলক্ষে এ মেলার আয়োজন করে কৃষি মন্ত্রণালয়। আ. কা. মু. গিয়াস উদ্দীন মিলকী অডিটরিয়াম চত্বরে ১৬ হতে ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই মেলায় বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) অংশগ্রহণ করে।

মেলায় সরকারি বেসরকারি ৩৭টি প্রতিষ্ঠান তাদের প্রযুক্তি ও পণ্য প্রদর্শন করে। এবারের বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল- “কর্ম গড়ে ভবিষ্যৎ, কর্মই গড়বে ২০৩০-এ ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব”।

খাদ্য দিবস ও মেলা উপলক্ষে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (কেআইবি) মিলনায়তনে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত ভারপ্রাপ্ত সচিব মো. নাসিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে সেমিনারের আয়োজন করা হয় যেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ এবং ও বিশেষ অতিথি ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী। সেমিনারের আগে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি আ কা মু গিয়াস উদ্দীন মিলকী অডিটরিয়াম চত্বরে তিন দিনের খাদ্য মেলা উদ্বোধন করেন। সকালে বিশ্ব খাদ্য দিবসের বর্ণাঢ্য র‍্যালি জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা থেকে শুরু হয়ে মেলা চত্বরে শেষ হয়। র‍্যালিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) এবং বারটান-এর নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম, বারটান পরিচালক কাজী আবুল কালাম (যুগ্ম সচিব)-সহ বারটান এর সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, ২০৩০ সালে বাংলাদেশ হবে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত। কৃষিবিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের বিস্ময়কর উত্থান হয়েছে। বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের অনেক সূচকে ভারত ও পাকিস্তানকেও ছাড়িয়ে গেছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন, মাথাপিছু আয় ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা তিনটি সূচকে তাদের থেকে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে।

তিনি বলেন, মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ, সবজি উৎপাদনে তৃতীয় এবং আলুতে আমরা উদ্বৃত্ত রয়েছি। কৃষির প্রতি সেক্টরে আমাদের ঈর্ষণীয় সাফল্য এসেছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বলেন, বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের ক্রমাগত সমর্থনে কৃষির সকল ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার বেড়েছে। খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে এ প্রবৃদ্ধির হার লক্ষ্যণীয়। ১৯৭২ সালে এ দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ১ কোটি টন। বর্তমান তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি টনেরও ওপরে।অনুষ্ঠিত সেমিনারে সম্মানিত অতিথির বক্তব্য দেন এফএও বাংলাদেশ প্রতিনিধি রবার্ট ডি. সিম্পসন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (সিনিয়র সচিব) ড. শামসুল আলম। মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় নেন ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন পরিচালক অধ্যাপক নাজমা শাহীন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের (বিএআরসি) নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মো. কবির ইকরামুল হক।

বৃহস্পতিবার (১৮ অক্টোবর) মেলার সমাপনী দিনে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) এবং বারটান-এর নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সমাপনী অনুষ্ঠানে মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৮ উপলক্ষে বেতার ও টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার, মাসিক কৃষিকথার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ, জাতীয় দৈনিকে বিশেষ ক্রোড়পত্র, পোস্টার প্রকাশনা ও বিতরণ, মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাসহ ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

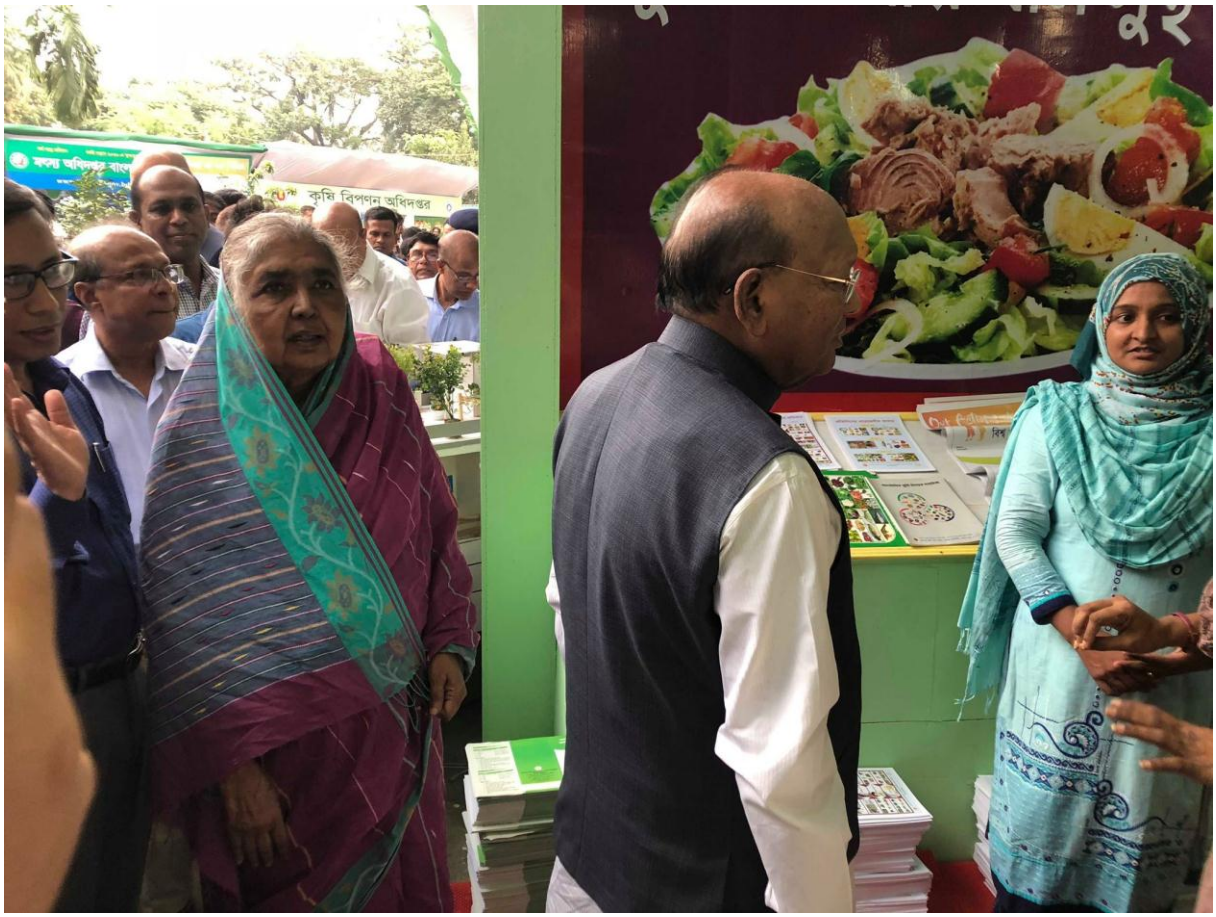

খাদ্য মেলায় বারটান-এর স্টলে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ ও মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী।

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারচান)
খাদ্য
পিরামিড

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট